ISSN (ELECTRONIC): 2945-3135

Mekhala Dasgupta (2026). *কেনোপনিষদের প্রেক্ষিতে উমা : একটি সমীক্ষা.* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 16-24.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & REVIEWS

journal homepage: www.ijmrr.online/index.php/home

কেনোপনিষদের প্রেক্ষিতে উমা : একটি সমীক্ষা

Mekhala Dasgupta

Research Scholar, Dept. of Sanskrit
Sidho-Kanho-Birsha University, Purulia,
West Bengal, India

How to Cite the Article: Mekhala Dasgupta (2026). *কেনোপনিষদের প্রেক্ষিতে উমা : একটি সমীক্ষা.* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 16-24.

https://doi.org/10.56815/ijmrr.v5i4.2026.16-24.

Keywords (সূচকশব্দ)	*Abstract (সংক্ষিপ্তসার)*
বেদ, উপনিষদ্, কেনোপনিষদ্, উমা, ব্রহ্মস্বরূপ।	বিশ্বের প্রাচীনতম রচনা হল 'বেদ'। এই বেদের চতুর্থ সোপান হল 'উপনিষদ্'। উপনিষৎসমূহের মধ্যে সামবেদীয় কেনোপনিষদ্ অন্যতম। এই উপনিষদে যুদ্ধে বিজয়ী দেবতাদের মানমর্দনের জন্য ব্রাহ্মী চেতনা রূপ যক্ষোপাখ্যান বর্ণিত রয়েছে। অভিমানী দেবতাদের সমীপে বিদ্যারূপী উমাদেবী প্রকটিত হয়ে ব্রহ্মের স্বরূপ, পরম ব্রহ্মের উপাসনার উপায়, ব্রহ্মের মহিমা বর্ণনা করেছেন এবং এই উপাখ্যানে উমা ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্না, বিদ্যাবতী, বেদবাণীস্বরূপা নারীরূপে তাৎপর্য্য মণ্ডিত হয়েছেন। কেনোপনিষদ্- এ বর্ণিত এই উমা কীভাবে সমগ্র নারী সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছেন তা এই প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আধারশিলা বেদের উপর ভারতীয় সভ্যতা তথা সংস্কৃতির ভব্য সুবিশাল প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত। বেদ বিশ্বের প্রাচীনতম কৃতি ও জ্ঞান প্রাপ্তির মূল উদগম। বেদের অন্তিম সোপান উপনিষদ্ এই জ্ঞানপ্রাপ্তির উত্তম মার্গরূপে বিবেচিত। এই উপনিষৎসমূহের মধ্যে ব্রহ্মসংবিদের সম্বন্ধস্থাপনের বার্তা প্রদায়ক সামবেদীয় কেনোপনিষদ্ অন্যতম। 'কেন' শব্দের দ্বারা এই উপনিষদের প্রারম্ভ হওয়ায় এই উপনিষদের নামকরণ কেনোপনিষদ্ হয়েছে।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

Mekhala Dasgupta (2026). *কেনোপনিষদের প্রেক্ষিতে উমা : একটি সমীক্ষা.* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 16-24.

জৈমিনীয় তলবকার ব্রাহ্মণের নবম অধ্যায়ে বর্ণিত এই উপনিষদ্ তলবকার ও ব্রাহ্মণ উপনিষদ্ নামেও প্রসিদ্ধ । গদ্যাত্মক ও পদ্যাত্মক ভেদে চারটি খণ্ডে বিভক্ত এই উপনিষদে পরম ব্রহ্মতত্ত্বকে সম্যক্ রূপে বোধগম্য করার অভিপ্রায়ে গুরুশিষ্যের সংবাদাত্মক কথোপকথন প্রস্ফুটিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডে ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা, দ্বিতীয় খণ্ডে ব্রহ্মের অনির্বচনীয়তার বর্ণনা, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে যক্ষোপাখ্যান রূপক শৈলী ও ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্না উমার আর্বিভাবের মাধ্যমে ব্রহ্মার শক্তি তথা মহিমার আলোয় আলোকিত সকল দেবতাদের যথার্থ শক্তিমতা নিরূপিত হয়েছে। এই উপনিষদের শুরুতেই শিষ্য গুরুর সম্মুখে কয়েকটি প্রশ্নের উপস্থাপন করেছেন।

"কেনষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনষিতং বাচমিমাং বদন্তি চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি।।"[১]

অর্থাৎ কার ইচ্ছার দ্বারা প্রেরিত হয়ে মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয় স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্ত হয় ? এদের কর্তা কে? এই প্রশ্নের উত্তরে গুরুর জ্ঞানদৃপ্ত বাণী ধ্বনিত হয়েছে।

"শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসা মনো যদ্বচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।।"[২]

অর্থাৎ লোকে যা দেখে, শ্রবণ করে, আঘ্রাণ করে বা উচ্চারণ করে তাই সত্য বলে মনে করে, কিন্তু মন ও ইন্দ্রিয়বর্গ নিজ ইচ্ছায় স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্ত হয় না। এদের প্রেরয়িতা ও বোধয়িতারূপ স্বতন্ত্র চেতন পুরুষোত্তমই হলেন ব্রহ্ম।

এই বিষয়ে উল্লেখনীয় অগ্নি যেমন সমস্ত কিছু দহন করতে সমর্থ, কিন্তু নিজেকে দহন করতে অসমর্থ ঠিক তেমনই আমাদের ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব কার্যে সমর্থ হলেও তাদের প্রেরক ব্রহ্মের অসীম শক্তিকে জানতে অসমর্থ। বিশেষত এই ব্রহ্মতত্ত্বকে বোধগম্য করার উদ্দেশ্যেই কেনোপনিষদ্-এর যক্ষোপাখ্যানে উমার আবির্ভাব ঘটেছে।

বেদবাণী স্বরূপা এই উমা স্বমহিমায় ভাস্বর এক নারীচরিত্র। 'উ' এবং 'মা' দুটি অক্ষর দ্বারা গঠিত উমা শব্দ। 'উ' এর অর্থ 'কী' এবং মা এর অর্থ 'নয়' অর্থাৎ উমা শব্দের অর্থ 'কী নয়' এইরূপ প্রতিভাত হয়। উমার ব্যুৎপত্তিতে বলা হয়েছে 'উমিতি পরমাত্মনং মাতি প্রাপয়তীতি' অর্থাৎ পরমাত্মার বিবিধ নামের একজন, তাকে পরিমাপ ও প্রাপ্তকারী বিদ্যা হল উমা।

জ্যোতির্ময়ী উমা এই বিশ্ব সংসারে ভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। কোথাও তিনি হিমালয় কন্যা, আবার কোথাও মহাদেবকে প্রাপ্ত করে ত্রিভুবনে মূর্তিময়ী উমা নামে খ্যাত।[৩] পার্বতীর সমক্ষেই শিব কামদেবকে ভস্ম করে এই

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

Mekhala Dasgupta (2026). *কেনোপনিষদের প্রেক্ষিতে উমা : একটি সমীক্ষা.* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 16-24.

স্থানকে পরিত্যাগ করে চলে গেলে পার্বতী শিবকে পতিরূপে স্বীকার করতে উদ্যোগী হন এ মতাবস্থায় মাতা মেনকা নিজ কোমলাঙ্গী কন্যাকে এই দুঃসহ কার্য থেকে বিরত করার উদ্দেশ্যে কন্যাকে উমা নামে অভিহিত করলেন। হিমালয় কন্যা পার্বতীর এই বর্ণনা থেকে উমার পরিচিতি স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। শিবপ্রাপ্তির হেতু উমা হিমালয়ের উত্তর দিশায় কঠোর তপস্যা করেছিলেন এই কথাও প্রচলিত। উমার মনস্কামনাপূরণের জন্য মহাদেব পিতা হিমালয়কে হরিৎ করে তোলেন, এই দেখে শৈলীপুত্রীর প্রসন্নতা প্রকাশিত হয়। দীর্ঘকালের তপস্যার দ্বারা উমা তথা শিবের দর্শন লাভ করে জগন্মাতা উমা হতে শ্রীকৃষ্ণের অভীষ্ট বর প্রাপ্তির বর্ণনাও প্রাপ্ত হয়।

উমা মূলপ্রকৃতি, ত্রিদেবজননী, গিরিজা, শিবা, শরণ্যা, মহাদেবী ইত্যাদি নামে মনোবাঞ্ছাপূর্ণকারীণিরূপে প্রসিদ্ধ। আবার ব্রহ্মার সঙ্গিনী সরস্বতী, বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী, রুদ্রপত্নী সতী এই তিনরূপেও উমা বিরাজিত। এই উমার অঙ্গুলি হতে পতিত স্বেদরূপ জল থেকেই সর্বপ্রথম ধর্ম পরে ক্রমশ লক্ষ্মী, পৃথিবীকে ধারণকারী প্রাণী, জল, পুষ্প, মহৌষধি, স্মৃতি, পুরাণ, স্মৃতি, নীতি, অন্ন, শস্ত্র, শাস্ত্র ইত্যাদি পদার্থের উৎপত্তি এইরূপ আখ্যানও দৃষ্ট হয়।[৪] সমস্ত সিদ্ধি দ্বারা সম্পন্ন বিষ্ণুর উপরিতলে উমা লোক বিদ্যমান।[৫] বর্ষের ফাল্গুন মাসে পূজিত পার্বতী উমা নামে খ্যাত।

কোথাও উমা ব্রহ্মার সুবর্চ্চলা, উমা, বিকেশী, স্বধা, স্বাহা, দিশ, দীক্ষা, রোহিনী এই অষ্ট কন্যার মধ্যে অন্যতমা।[৬] ধর্মারণ্যবাসীদের রক্ষাকারী উমা শ্রীমাতা, কুলমাতা ও স্থানমাতারূপে প্রতিষ্ঠিত।[৭] আবন্ত্যক্ষেত্রের পূজনীয় উমা অষ্ট মাতাবর্গের একজন মমতাময়ী মাতারূপে বিরাজিত।[৮] বৈষ্ণবী অপরাজিতা বিদ্যা দ্বারা পূজনীয় দেবীদের মধ্যে উমা অগ্রগণ্যা।[৯] বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মীর অপর নাম উমা এইরূপ আখ্যানও বিদ্যমান।[১০] উমা গণেশ মাতৃকা তথা একান্ন বিঘ্নেশ মাতৃকাসমূহের প্রধানা মাতৃরূপে বিবেচিত।[১১]

কৃষ্ণসখী রাধার সহস্রনামের এক নাম উমা।[১২] মহাসরস্বতীর আরাধনায় বর্ণিত ষোড়শ শক্তির অন্যতম এক শক্তি উমারূপে অভিহিত।[১৩] অর্ধনারীশ্বর মহাদেব স্বশরীরের অর্ধভাগ হতে কল্যাণকারী উমার নির্মাণ করেন এই কথাও প্রচলিত।[১৪] অষ্টোত্তর সহস্রনামে বিশেষিত পরমেশ্বরী পার্বতীও উমা নামে সম্বোধিত।[১৫] এই উমা দেবী সর্পমাতারূপেও চর্চিত।[১৬] সতীর অষ্টোত্তরশত নামের এক বিশেষ নাম উমা। সিদ্ধি অভিলাষী জনসমূহ সতী বিনায়ক তীর্থের মধ্যে এক তীর্থ উমা নামে দর্শনীয়।[১৭] ব্রহ্মার ক্রোধে জাত নীললোহিত শিবের একাদশ পত্নীর অন্যতমা হলেন উমা।[১৮]

এই ব্যতীতও উমা মণিদ্বীপবাসিনী দেবী ভুবনেশ্বরীর ষোলো সেনানীসমূহের অগ্রগণ্যা।[১৯] আদ্যমাতৃকাদের মধ্যে একজন মাতা হলেন উমা।[২০] বর্ণশক্তিরূপী উমা ললিতা পূজার অন্তর্গত এক বিশেষশক্তি স্বরূপা।[২১]

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

Mekhala Dasgupta (2026). *কেনোপনিষদের প্রেক্ষিতে উমা : একটি সমীক্ষা.* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 16-24.

এই উমার জগৎ সংসারে নানা রূপে বিরাজমানতা প্রতিপাদনের পর কেনোপনিষদ্-এ বর্ণিত উমার স্বরূপকে আরও গভীরভাবে অবগত হওয়ার প্রয়োজন, যা এই প্রবন্ধের মুখ্য আলোচ্য বিষয়।

কেনোপনিষদ্-এ স্ত্রিয়ম্, বহুশোভয়ানাম্, হৈমবতীম্ ইত্যাদি উমার বিশেষণরূপে মন্ত্রে প্রযুক্ত হয়েছে- 'স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভামানামুমাং হৈমবতীম্।'[২২]

শঙ্করাচার্য এই মন্ত্রের ভাষ্যে উমার ব্যাখ্যায় স্বাভিমত প্রকাশ করে বলেছেন, "বিদ্যা উমারূপিণী প্রাদুরভূৎ স্ত্রীরূপা। স ইন্দ্রঃ তাম্ উমাং বহুশোভমানম্। সা শোভমানানাং শোভনতমা বিদ্যা, তদা বহুশোভমানেতি বিশেষণমুপপন্নং ভবতি, হৈমবতীং হেমকৃতা ভরণবতীমিব বহুশোভমানামিত্যর্থঃ, অথবা উমৈব হিমবতী দুহিতা হৈমবতী নিত্যমেব সর্বজ্ঞেনেশ্বরেণ সহ বর্ততে ইতি জ্ঞাতুং সমর্থেতি।।"[২৩]

অর্থাৎ স্ত্রীবেশধারীণি বিদ্যাদেবী উমারূপে প্রকটিত হলে ইন্দ্র অত্যন্ত শোভাময়ী হৈমবতী এই উমার নিকট উপস্থিত হন। এখানে উমা সমস্ত শোভায়মানের মধ্যে *উৎকৃষ্ট* বিদ্যা, তাই বিদ্যারূপী উমা বহুশোভামানারূপে বিশেষিত হয়েছেন। আবার হেম নির্মিত আভূষণধারীদের ন্যায় অত্যন্ত শোভাময়ী তথা হিমালয়ের দুহিতা হওয়ার কারণে উমা হেমবতী বিশেষণযুক্ত হয়েছেন।

কেনোপনিষদ্-এর তৃতীয় খণ্ডে এই উমার সুবিস্তৃত বর্ণনা উপন্যস্ত হয়েছে। ব্রহ্মের মহিমায় দেবাসুরের যুদ্ধে দেবতারা বিজয় প্রাপ্ত করলেও দেবতারা ব্রহ্মের মহিমার কথা বিস্মৃত হন। দেবতারা মনে করেন এই বিজয় গৌরব কেবল তাদেরই, ব্রহ্ম দেবতাদের এই অহং বোধ বিষয়ে জ্ঞাত হয়ে যক্ষরূপে দেবতাদের নিকট আকাশে উপস্থিত হলেন। তিন দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের বিরোধ ছিল তাঁরা হলেন অগ্নিদেব, বায়ুদেব ও ইন্দ্রদেব। দেবতারা ব্রহ্মরূপী এই যক্ষের স্বরূপ বিষয়ে অবগত না হওয়ায়, প্রথমে অগ্নিদেবকে যক্ষের নিকট প্রেরণ করে বললেন- হে জাতবেদা! পূজনীয় মূর্তিময়ী এই যক্ষ কে? তা সম্যক্ রূপে তুমি অবগত হও। এই আদেশানুযায়ী অগ্নি যক্ষের নিকট উপস্থিত হলে, যক্ষ অগ্নিকে প্রশ্ন করেন- তুমি কে? এই প্রশ্নের উত্তরে অগ্নি বলেন- 'অগ্নির্বা অহমস্মীত্যব্রবীজ্জাতবেদা বা অহমস্মীতি'[২৪] অর্থাৎ আমি অগ্নি নামে প্রসিদ্ধ, আবার জাতবেদা নামেও খ্যাত। এই কথা শ্রবণের পর যক্ষ অগ্নির সামর্থ্যের কথা জানতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে অগ্নিদেব জানান 'অপীদং সর্বং দহেয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি'[২৫] অর্থাৎ এই পৃথিবীতে বিদ্যমান সমস্তই আমি দহন করতে সমর্থ। যক্ষ অগ্নিদেবের সামর্থ্যের কথা জেনে অগ্নিদেবের সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন করে বললেন এটি দগ্ধ কর। অগ্নিদেব নিজ পূর্ণোৎসাহজনিত সামর্থ্যের দ্বারা তৃণকে দগ্ধ করতে সচেষ্ট হলেও পরিণামে ব্যর্থ হলেন এবং যক্ষের স্বরূপ বিষয়ে জানতে না পেরে দেবতাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করলেন।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

Mekhala Dasgupta (2026). *কেনোপনিষদের প্রেক্ষিতে উমা : একটি সমীক্ষা.* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 16-24.

এরপর দেবতারা বায়ুদেবকে প্রেষিত করলেন জানার জন্য যে, কে এই যক্ষ? বায়ু যক্ষের সম্মুখস্থ হলে যক্ষ বলেন তুমি কে? প্রত্যুত্তরে বায়ু বলেন 'বায়ুর্বা অহমস্মীত্যব্রবীন্মাতরিশ্বা বা অহমস্মীতি'[২৬] অর্থাৎ বায়ুদেব এর উত্তরে বলেন আমি বায়ু নামে প্রসিদ্ধ, মাতরিশ্বা নামেও খ্যাত। যক্ষ বায়ুর শক্তির কথা জানতে চাইলে বায়ুদেব জানলেন- 'অপীদং সর্বমাদদীয় যদিদং পৃথিব্যামিতি'[২৭] অর্থাৎ পৃথিবীতে যা কিছু বিদ্যমান সে সমস্ত কিছুই আমি গ্রহণ করতে সক্ষম। বায়ুদেবের এই শক্তি বিষয়ে জ্ঞাত হয়ে যক্ষ বায়ুদেবর সম্মুখে তৃণ রেখে বলেন এই তৃণকে গ্রহণ করও। বায়ুদেব তাঁর সমস্ত শক্তির প্রয়োগ করেও তৃণকে গ্রহণ বা স্থানচ্যুত করতে অসমর্থ হলেন এবং পূজনীয়স্বরূপ যক্ষের পরিচয় জানতে ব্যর্থ হয়ে দেবতাদের নিকট গমন করলেন।

অবশেষে দেবতারা মহারাজ ইন্দ্রকে যক্ষের পরিচয় বিষয়ে অবগত হওয়ার আদেশ দিলেন, কিন্তু ইন্দ্রদেব যক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হতেই যক্ষ তিরোহিত হয়ে গেলেন এবং ইন্দ্রদেব আকাশে যক্ষকে অনুসন্ধান করতে উদ্যোত হলেন, তখন সেখানে হেমভূষিতা নারীর ন্যায় অত্যন্ত সুশোভনা স্ত্রীরূপিনী ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপা উমা প্রকটিত হলেন। ইন্দ্রদেব তখন উমাদেবীকে প্রশ্ন করলেন কে এই যক্ষ? প্রত্যুত্তরে উমাদেবীর কণ্ঠে ধ্বনিত হল 'সা ব্রহ্মেতি হোবাচ ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি'[২৮] অর্থাৎ উমাদেবী বললেন ইনি ব্রহ্মা, এই ব্রহ্মার বিজয়ে তোমরা নিজেদের মহিমান্বিত মনে করছো।

এইভাবে ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্না উমাদেবীর তেজদীপ্ত বাণী হতে ইন্দ্র সহ সকল দেবগণ যক্ষের স্বরূপ অর্থাৎ যক্ষই যে ব্রহ্মা সে বিষয়ে অবগত হলেন এবং এই ব্রহ্মার শক্তিতেই সকল দেবতা শক্তিমান এ কথা স্পষ্টিত হল। উমার এইরূপ উক্তি থেকে এ কথা বোধগম্য হয় যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রকৃতি নিশ্চলরূপে বিরাজমান ছিল, ব্রহ্মাই এই প্রকৃতিতে শক্তি প্রদান করে নানারূপে পরিবর্তিত করেছেন। এদের মধ্যে বিশেষভাবে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও বায়ু এই পঞ্চমহাভূতের বিদ্যমানতা দৃষ্টিগোচরীভূত হয়। দিব্য শক্তির অধিকারী হওয়ায় এরা দেবতা নামে খ্যাত হন। কিন্তু দেবতারা এই শক্তিকে নিজ সামর্থ্য মনে করে গর্বান্বিত হন। এই দর্পকে চূর্ণ করতেই ব্রহ্মরূপ যক্ষের অবতারণা হয়েছে।

অন্যদিকে উমার উক্তি থেকে যক্ষের স্বরূপ বিষয়ে এ কথাও প্রকাশিত হয়েছে যে, সর্বশক্তিমান এই ব্রহ্মরূপী যক্ষদেব প্রাকৃতিক দেবতাদের শক্তি প্রদান করতে যেমন সক্ষম তেমন আবার তা ক্ষণিকে ফিরিয়ে নিতেও সক্ষম। যেমনভাবে জীবাত্মা প্রকৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে তাকে ভোগ করে, তেমনভাবেই ব্রহ্মের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন আবশ্যক। বুদ্ধিমতী উমা এখানে এই বার্তা প্রদান করে যে, ব্রহ্মকে বুদ্ধিমত্তার দ্বারাই অর্জন সম্ভব, অহং বোধের দ্বারা নয়।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

Mekhala Dasgupta (2026). *কেনোপনিষদের প্রেক্ষিতে উমা : একটি সমীক্ষা.* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 16-24.

কেনোপনিষদ্-এ বর্ণিত উমা ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্না, বিদ্যাবতী এবং বেদবাণীস্বরূপা নারী। শঙ্করাচার্য, রামানুজ ইত্যাদি প্রাচীন ভাষ্যকারদের অভিমত থেকে জ্ঞাত হয় হেমবতী উমা একদিকে যেমন সুবর্ণ অলঙ্কারাদি দ্বারা অলঙ্কৃত বিদ্যাদেবী, অপরদিকে তেমন হিমবানের পুত্রী। যক্ষোপাখ্যানে হৃদয় আকাশে লীন যক্ষের স্বরূপ জীবরূপ ইন্দ্রকে বুদ্ধিরূপী হেমবতী উমা অর্থাৎ বুদ্ধি জীবাত্মাকে প্রদান করেছেন। উমা ব্রহ্ম দ্বারা পরিচালিত দেবতাদের বিজয়ের অহংকারকে দর্প করে সর্বশক্তির আধার ব্রহ্মের স্বরূপকে উপস্থাপন করতে সমর্থ হয়েছেন। এই আখ্যান থেকে এই কথা স্পষ্ট হয় যে কেনোপনিষদ্-এ উমা এক শিক্ষিতা নারী। সর্বোপরি উমার উক্তি থেকে অনুধাবন করা যায় যে ইন্দ্রিয় তথা প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ যা দেবতাদের নামে অভিহিত তাদের নিজস্ব কোন সামর্থ্য নেই, ব্রহ্মের শক্তিতেই তারা শক্তিমান। ব্রহ্মই সকল শক্তির উৎস। সুতরাং কেনোপনিষদ্-এ বর্ণিত ব্রহ্মবিদ্যাজ্ঞাতা উমা তাৎপর্য্যমণ্ডিত এক বিশেষ নারী।

পরিশেষে এই কথা বলা যেতে পারে, প্রাচীনকাল থেকে অদ্যবধিকাল পর্যন্ত দেশে তথা সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীদের যোগদান অতি গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় হয়েছে 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রম্যন্তে তত্র দেবতা।'[২৯]

বৈদিককালোত্তর যুগে অত্যাচারীত ও নিপীড়িত অধিকাংশ নারী আজ গৃহকার্যের সাথে সাথে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে দায়িত্বগ্রহণ করছেন এবং সমাজের বহু পদ অলঙ্কৃত করছেন। এছাড়াও ধার্মিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও তাঁরা অসামান্য প্রতিভার প্রদর্শন করছেন প্রতিনিয়ত। এই নারী সমাজেরই প্রতিনিধিত্ব করেছেন ব্রহ্মবাদিনী উমা। উমা নারী জগতের আলোকপুঞ্জ স্বরূপা। অজ্ঞানকে দূরীভূত করে জ্ঞানের আলোক শক্তিকে কীভাবে সমাজের সকলের মধ্যে প্রসারিত করা যায়, তা উমার চরিত্রের মাধ্যমে সম্যক্ রূপে চিত্রিত হয়েছে। একজন নারী হয়ে যেভাবে ব্রহ্ম জ্ঞানতত্ত্বকে সর্বসমক্ষে উপস্থাপন করেছেন তা শিক্ষণীয়। উমা নারী সমাজকে পুরুষের সমকক্ষ হতে মার্গদর্শন করেছেন এবং নিজ জ্ঞানরাশি দ্বারা অপরকে আলোকিত করতে শিখিয়েছেন। যক্ষোপাখ্যানের মাধ্যমে সমাজে উমা যে তাঁর ব্রহ্মজ্ঞান মণ্ডিত শিক্ষার প্রসার ঘটিয়েছেন তা নারী সমাজের নিকট অতি মহনীয় ও জ্ঞানগ্রাহী। এই শিক্ষার প্রসারকে অক্ষুন্ন রাখা আজকের নারী তথা সকলের কর্তব্য। এই জ্ঞানরূপ শিক্ষার মাধ্যমেই সমাজ আরও উন্নত ও সুখময় হবে। উমার মত বিদ্যাবতী নারীর জন্যই ভারতীয় নারীরা ভারতীয় সংস্কৃতির গর্ব হয়ে উঠেছে। সুতরাং সমাজে নারীর করণীয়-অকরণীয়, উচিৎ-অনুচিৎ ইত্যাদির যথার্থতা প্রতিপাদনে কেনোপনিষদ্-এর প্রক্ষিতে উমা চরিত্র সার্থক।

তথ্যসূত্র-

1. কেনোপনিষদ্, ১/১।
2. তদেব, ১/২।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

Mekhala Dasgupta (2026). *কেনোপনিষদের প্রেক্ষিতে উমা : একটি সমীক্ষা.* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 16-24.

3. পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড, ৪৩/২৮৮-২৯০।

4. ব্রহ্মপুরাণ, ১২৯/৭১-৭৮।

5. লিঙ্গপুরাণ, পূর্ব, ২৩/২৫।

6. মার্কণ্ডেয়পুরাণ. ৫২/২-১২।

7. স্কন্দপুরাণ, ব্রাহ্ম, ধর্ম, ১৬/৪-৭; ১৮/৩৭-১২৬।

8. তদেব, আব, আব, ৭০/৪০-৪১ ।

9. তদেব, মাহে, কৌমা, ৬২/৫৬।

10.নারদপুরাণ, পূর্ব, ৩/১৩-১৫।

11.তদেব, ৬৬/১২৮।

12.তদেব, ৮২/১৩৯।

13.তদেব, ৮৪/৯০-৯১।

14.লিঙ্গপুরাণ, পূর্ব, ৪১/৪৪-৪৭।

15.কূর্মপুরাণ. ১/১১/৭৬।

16.গরুড়পুরাণ, ১/২৭/১।

17.দেবীভাগবতপুরাণ, ৭/৩০/৭১।

18.ভাগবতপুরাণ, ৩/১২/১৩-১৪।

19.দেবীভাগবতপুরাণ, ১২/১১/৬৮।

20.নারদপুরাণ, পূর্ব, ৬৬/১২৮।

21.ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ৩/৪/৪৪/৮৪।

22.কেনোপনিষদ, ৩/১২।

23.কেনোপনিষদ্, তৃ, খ, শা, ভা, পৃ. ১১৮-১১৯।

24.তদেব, ৩/৪।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

Mekhala Dasgupta (2026). *কেনোপনিষদের প্রেক্ষিতে উমা : একটি সমীক্ষা.* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 16-24.

25.তদেব, ৩/৫।

26.তদেব, ৩/৪।

27.তদেব, ৩/৯।

28.তদেব, ৪/১।

29.মনুসংহিতা, ৩/৫৬।

AUTHOR(S) CONTRIBUTION

The writers affirm that they have no connections to, or engagement with, any group or body that provides financial or non-financial assistance for the topics or resources covered in this manuscript.

CONFLICTS OF INTEREST

The authors declared no potential conflicts of interest with respect to the research, authorship, and/or publication of this article.

PLAGIARISM POLICY

All authors declare that any kind of violation of plagiarism, copyright and ethical matters will take care by all authors. Journal and editors are not liable for aforesaid matters.

SOURCES OF FUNDING

The authors received no financial aid to support for the research.

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি-

উপনিষদ্। গোরক্ষপুর : গীতা প্রেস, ২০১৯।

কূর্মপুরাণ। সম্পা. ও অনু. তারিণীশ ঝা। এলাহাবাদ : হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন, ১৯৯৩।

কেনোপনিষদ্। সম্পা. ত্রিভুবন দাস। বারাণসী : চৌখাম্বা প্রকাশন, ২০১৫।

_____। সম্পা. যমুনাপ্রসাদ ত্রিপাঠী। নিউ দিল্লী : মোতীলাল বারাণসীদাস প্রাইভেট লিমিটেড,২০১৫।

_____। গোরক্ষপুর: গীতা প্রেস, ২০২৩।

গম্ভীরানন্দ, স্বামী। *উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী,* কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৭।

গরুড়পুরাণ। সম্পা. শ্রীরাম শর্মা আচার্য। বেদনগর : সংস্কৃতি সংস্থান, ১৯৬৮।

দ্বিবেদী, কপিলদেব। *বেদো মে নারী,* জ্ঞানপুর : বিশ্বভারতী অনুসন্ধান পরিষদ্, ২০০৫।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

Mekhala Dasgupta (2026). ***কেনোপনিষদের প্রেক্ষিতে উমা : একটি সমীক্ষা.*** International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 16-24.

নারদপুরাণ। সম্পা. বিনয়। দিল্লী : ডায়মণ্ড বুক্স, ২০১৮।

পদ্মপুরাণ। সম্পা. ও অনু. খণ্ডেলওয়াল শ্রীনাথ। বারাণসী : চৌখাম্বা সংস্কৃত সীরীজ অফিস, ২০১৯।

ব্যানার্জী, সিপ্রা। *সংস্কৃত বাঙ্ময় মে নারী,* আম্বালা ছাবনী : আই.বী.এ.পব্লিকেশন্স, ২০১২।

ব্রহ্মাণ্ডমহাপুরাণ। সম্পা. ও অনু. দলবীর সিংহ চৌহান। বারাণসী : চৌখাম্বা সংস্কৃত সীরীজ অফিস, ২০১৬।

মনুসংহিতা,। পণ্ডিত হরগোবিন্দ শাস্ত্রী। বারাণসী : চৌখাম্বা সংস্কৃত সীরীজ অফিস, ২০১১।

মহাভারতম্। সম্পা. ও অনু. জগদীশ্বরানন্দ সরস্বতী। নিউ দিল্লী : বিজয়কুমার গোবিন্দরাম হাসানন্দ, ২০২১।

শুক্লা, সুষমা। *বৈদিক বাঙ্ময় মে নারী,* দিল্লী : বিদ্যানিধি প্রকাশন, ২০১৯।

শ্রী মার্কেণ্ডয় পুরাণ। সম্পা. ও অনু. যোগেশ্বর ত্রিপাঠী। লখনউ : দেববাণী প্রকাশন, ২০০২।

শ্রী লিঙ্গ পুরাণ। সম্পা. যোগেশ্বর ত্রিপাঠী। লখনউ : দেববাণী প্রকাশন, ২০০২।

শ্রীমদ্ ভাগবত পুরাণ। সম্পা. বিনয়। দিল্লী : ডায়মণ্ড বুক্স, ২০১৪।

সিদ্ধান্তলঙ্কার, সত্যব্রত। *একাদশোপনিষদ্।* নিউ দিল্লী : বিজয়কৃষ্ণ লখনপাল,____।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License